খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 10 • 15 October 2016 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

আশ্বিন মাস, শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তবু বাঙালির আরো কিছু উৎসব এখনও বাকি যেমন কালীপুজো, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রী পুজো। বাংলা কৃষিভিত্তিক প্রদেশ। নতুন ধান উঠলে নবান্নে সবাই মেতে ওঠেন।

এই মুহূর্তে কোজাগরী লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা চলেছে বারোয়ারি পুজোমণ্ডপ থেকে গৃহস্থের ঘরে ঘরে। বাংলায় লক্ষ্মী আরাধনার মতো সরস্বতীর আরাধনা প্রাধান্য পেত। বাঙালীর মননচর্চা সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাত। এখনও একটা অংশে সেই মননচর্চা বাঙালীর প্রাণ ভোমরার মতো টিকে আছে।

রামচন্দ্র রাবণবধ শেষ করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন তখন পরস্পরকে আলিঙ্গন করে মিষ্টি বিতরিত হয়েছিল।

সেই থেকেই এই উৎসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির স্মারক উৎসব হিসেবে চলে আসছে। উৎসব হল ঐক্য ও সৌহার্দ্যের প্রতীক। দুর্গোৎসব আমাদের সেই বার্তাই দেয়।

পরিশেষে, অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। কামনা করি আগামী দিনগুলি সকল সদস্যদের সুস্থ ও নিরোগভাবে কাটুক।

আগামী ৬ নভেম্বর ২০১৬, রবিবার সন্ধ্যা ৬ টায় স্কুলের হলঘরে অ্যালমনি আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনে দেখা হবে সকলের সঙ্গে - বন্ধুত্বের শুভেচ্ছা বিনিময় হবে। সংগীতের মূর্চ্ছনায় সেদিনের অনুষ্ঠান সুরের মেলবন্ধন হয়ে উঠুক সর্বার্থেই।

বিজয়া সম্মেলন

শুভ বিজয়া আর কোলাকুলি করার রীতি বাঙালির দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন অঙ্গনে এই সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক হিসাবে আসে বিজয়া সম্মেলন। বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন এই বিজয়ার আয়োজন করেছে আগামী ৬ নভেম্বর ২০১৬, রবিবার সন্ধ্যা ৬ টায় স্কুলের হলঘরে।

এবারের বিজয়া সম্মেলন একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বিন্যস্ত। স্কুলের প্রাক্তনী যাঁরা সংগীতের বিভিন্ন ধারায় সম্পৃক্ত তাঁরা এই বিজয়া সম্মেলনে আসছেন। যাদের কেউ বাঁশি নিয়ে মাস্টার্স করেছেন, কেউ বা সুফি গানের একনিষ্ঠ কর্মী, কেউ বাঁশিতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিমে ব্যস্ত, আবার দরবেশি সংগীত সাধনায় ক্ষ্যাপা যেমন আছেন তেমন থাকছেন বাস (Bass) গিটারের মত সংগীত পিপাসু। উদ্দেশ্য, এই সঙ্গীতসাধকরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন, আদান-প্রদান ঘটবে ভাবের আর তার মঞ্চ জগৎ-বন্ধুর বিজয়া সম্মেলনের অঙ্গন।

আর উপস্থিত থাকছেন প্রাক্তন শিক্ষকরাও এবং অবশ্যই থাকবেন আপনারা সপরিবারে।

এই সংখ্যাটি সুকমল ঘোষ (১৯৬৯) এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

২১তম অ্যালমনি পুরস্কার ২০১৬

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬, রবিবার সন্ধ্যায় প্রদত্ত হল ২১তম অ্যালমনি পুরস্কার। স্কুলের হলঘরটি ৭০ জন প্রাপক, তাদের অভিভাবক আর প্রাক্তন ছাত্রদের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ ছিল। মঞ্চের প্রেক্ষাপট জুড়ে ছিল অ্যালমনি পুরস্কার লেখা একটি সুদৃশ্য চিত্রভূমি। অনেক বর্ণময় পেন, পেন্সিলের মধ্যে দিয়ে একটি মহীরূহের অবয়ব যা এই অ্যালমনি পুরস্কারের দৃঢ়তার পরিচায়ক। এবারের অতিথি ছিলেন তিলোত্তমা মজুমদার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

অ্যালমনি সভাপতি দীপাঞ্জন বসুর অসুস্থতার কারণে সভাপতিত্ব করেন সদ্য প্রাক্তন সভাপতি প্রবীর কুমার সেন। শ্রী সেন তার প্রারম্ভিক ভাষণে জানান এবারের মোট পুরস্কারের সংখ্যা ১৪৪টি, মোট পুরস্কার প্রাপক ৭০ জন। অন্যান্য পুরস্কার ছাড়া শুধু বৃত্তিমূল্য ছিল এক লক্ষ সাতাশ হাজার সাতশ পঁচাত্তর টাকা। আর পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির ছাত্র থেকে সদ্য কলেজে প্রবেশ করা ছাত্ররা। মাধ্যমিক পাশ করা কৃতী ছাত্রদের হাতে শতবর্ষের স্মারক, মনোগ্রাম অ্যালমনি পুরস্কার তুলে দেন প্রবীরদা। উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রদের পুরস্কার প্রদানের আগে অতিথি তিলোত্তমা মজুমদার প্রাক্তনীদের এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন শুধুমাত্র এখানে পড়েছেন সেই কৃতজ্ঞতা বা মূল্যবোধে ছাত্রদের উৎসাহিত করা, এত পুরস্কার বা বৃত্তি দেওয়া সত্যিই প্রশংসনীয়। ২৬ জন শতকরা ৮০ ভাগ নম্বর প্রাপক কৃতী ছাত্রদের হাতে মানপত্র সহ অ্যালমনি পুরস্কারের স্মারক তুলে দেন অতিথি। এর বহু পুরস্কার তাই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুরস্কার প্রদত্ত হতে থাকে। এর মধ্যে এক ঝলক স্বস্তির আবহ পাওয়া যায় দশমশ্রেণির সাগ্নিক কুমার ঘোষের মাউথ অর্গানে 'আনন্দলোকে –মঙ্গলালোকে'র সুর মূর্চ্ছনায়। সেদিন যারা ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী অলক কুমার বসু, কমার্সের বর্তমান শিক্ষক শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল, প্রাক্তনী শ্রী সৌমিত্র রায়, শ্রী স্বপন রায়চৌধুরি (৫৩), প্রাক্তন সভাপতি শ্রী দিলীপকুমার সিংহ (৫৩), শ্রী তপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি

(৫৬), শ্রী সমীরেন্দু দত্ত (৫৪), শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত (৬৮) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সদ্য প্রাক্তনীদের 'No খবরদারি' নামক পত্রিকাটির একটি সংখ্যা প্রকাশ করে তিলোত্তমা মজুমদার বলেন 'No খবরদারি' না হয়ে 'খবরদারি নয়' হতে পারত, সম্পাদনা বা লেখালেখির এই অঙ্গনে তাদের স্বাগত জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল জ্যোতিভূষণ চাকী রচিত বিদ্যালয় সংগীত 'হৃদয় ভরে আলোর গানে....'' সদ্য প্রাক্তনীদের সদ্য বড়ো হওয়া গলায়। সমাপ্তি পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন জানিয়ে বলেন পড়াশুনো করে যে যার ইপ্সিত পথে চলে প্রকৃতপক্ষে স্কুলকেই প্রতিষ্ঠিত করবে, তাদের পথ সুন্দর হোক সফল হোক।

অ্যালমনি পুরস্কার প্রদানের অবসরে সেদিন একটা হেল্‌থ চেকআপ Body Analysis by the help of Body Analyser Machine এর আয়োজন ছিল। বিড়লা সান লাইফ ইনসিওরেনসের আন্তরিকতায় বর্তমান ছাত্র-অভিভাবক এবং প্রাক্তন ছাত্রদের শরীর পরীক্ষা করা হয় অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে। হাত-পায়ের পেশীর জোর, ওজন ইত্যাদি অনেক কিছু পরিমাপ করা হয়। প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট সরাসরি সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে যথা সময়ে পৌঁছে দেওয়া হবে।

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রজত ঘোষ বিড়লা সান লাইফ ইনসিওরেনসের কোম্পানির প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানান। আমাদের প্রতিবেশী স্কুলের প্রাক্তনীদের সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইনসটিটিউশনের অ্যালমনির সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন এবং এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাংলার লোক সঙ্গীত

শ্রীযুক্তা সীতা সেনগুপ্ত (শিক্ষয়িত্রী)

(প্রয়াতা সীতা সেনগুপ্ত প্রাতঃবিভাগের শিক্ষিকা ছিলেন। ছোটদের সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের এক সময়ের নিয়মিত শিল্পী।)

বাংলা দেশ পল্লী প্রধান — সেই পল্লীগ্রামের রসিকজনের অন্তরনিংড়ান সুরধ্বনিই লোকসঙ্গীত বা পল্লীসঙ্গীত। পল্লীর বুকে নিরক্ষর নিরন্তর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন — যাহাতে আছে অন্তরের আবেগ তাহাই আমাদের লোক সঙ্গীত। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যাহা অনুভব করে তাহারই প্রকাশ হয় চিত্রে, কাব্যে, গানে, ভাস্কর্য্যে। এই প্রকাশ ভঙ্গীর উপর নির্ভর করে স্রষ্টার সৃষ্টির মর্য্যাদা।

গ্রাম্য সাধারণের জ্ঞান কম, অভিজ্ঞতা নাই, ভাষা অমার্জ্জিত, অপটুছন্দ — কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহাদের প্রাণের আবেগ অফুরন্ত, সেই জন্যই তাহাদের গানে, ছড়ায়, পটে ফুটিয়া উঠে অপটু হস্তের অসীম প্রাণাবেগ। পটুয়ার পটে যে ছবি পাওয়া যায় তাহার সহিত চিত্রকরের ছবির পার্থক্য থাকিলেও পটুয়ার অপটু তুলির চিত্রের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে, এরূপ লোক-সঙ্গীত, সাহিত্যেও এক নিজস্ব মাধুর্য আছে।

লোক সঙ্গীতের মধ্যে মার্গ সঙ্গীতের তাল, লয়, সুর, নাই বটে, কিন্তু উহার সুর লহরী ও ঝঙ্কার এবং বিষয় বস্তু মনকে আনন্দে আপ্লুত করে। ইহাতে পাওয়া যায় স্রষ্টার অন্তরের ব্যঞ্জনা। পূর্ব্ব বাংলার চাষীদের ধান্য রোপনের সময় সারী গান, জ্যোৎস্না রাতে নদীর উপর দাঁড় টানার সঙ্গে মাঝিদের ভাটিয়ালি গান, যেমন স্থান কাল পাত্রের উপযোগী, তেমনি উহার সুরের ভিতর একটা ঝঙ্কার ও মাধুর্য আছে।

গ্রাম্য উপকথা, গ্রাম্য কিংবদন্তী ও রামায়ণ, মহাভারতের উপাখ্যান লইয়া গ্রাম্য কবিগণ মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া সভাস্থলে কবি গান করেন। ইহার ভিতরে উচ্চ সাহিত্য বিশেষ কিছু নাই বা উচ্চাঙ্গের সুর বিস্তার নাই, কিন্তু তবুও উহার ভিতরে একটা মাধুর্য আছে।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন রকমের লোকসঙ্গীত প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে যেমন সারী, ভাটিয়ালী, কবি, জারি ইত্যাদির প্রচলন, তেমনি উত্তরবঙ্গে গম্ভীরা, মধ্য বঙ্গে আউল, কীর্তন ও বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানের ঝুমুর বিখ্যাত।

এই সমস্ত গানে প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ভঙ্গী এবং ঢং আছে। এবং প্রত্যেকটা বেশ আনন্দদায়ক। আবার দেখা যায় এক স্থানের লোকের মুখে অন্যস্থানের লোকসঙ্গীত যেন তেমন মধুর হয়না, ইহার কারণ উহার মধ্যে স্থানীয় ভাষা, ভাব, ভঙ্গী এই সমস্ত একত্রিত হইয়া উহাকে মাধুর্য প্রদান করে।

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

যাই হোক, শকুনির হস্তিনাপুরে পাকাপাকি থেকে যাওয়ার তৃতীয় কারণ মনে হয় গান্ধারীর প্রতি তাঁর মমত্ববোধ। যদিও সারা মহাভারত জুড়ে তাঁর যা চরিত্রচিত্রিত হয়েছে, তাতে তাঁর মধ্যে এমন আবেগ না থাকাটাই স্বাভাবিক মনে হয়। তবু এমন খল-চরিত্রের মানুষেরা যখন রাজনীতির আঙিনায় অতি সহজেই ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে জার্সি বদল করেন, তখন কিন্তু পাণ্ডবদের দিকেই সমস্ত positive factors কাজ করছে দেখেও শকুনি দুর্যোধনের পক্ষ ছাড়েন নি। এইজন্যই শত বিরূপতা থাকলেও মনে হয়, শকুনির মনের কোণে কোথাও গান্ধারী বা তার ছেলে দুর্যোধনের জন্য একটা soft-corner কাজ করত। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপুত্র ও সভ্রাতা শকুনিও প্রাণ দিয়েছিলেন স্রেফ ভাগ্নের রাজ্যলাভের স্বার্থে।

যদিও শকুনি দুর্যোধন এই যৌথ সম্পর্কের একমাত্র চলনই আমার আলোচনার মূল কথা ছিল। তবু যেহেতু এই মামা-ভাগ্নে সম্পর্কের গোটা বহমানতাটাই মামা-চালিত। তাই শকুনির চরিত্র বিশ্লেষণই বেশী করে reflect করাতে বাধ্য হচ্ছি। শকুনির মমত্ববোধ (শুনতে যদ্যি খুবই odd!) যদি গান্ধারী ও তার পুত্রের প্রতি grow করেও থাকে কোনো আনবিক অন্তঃস্থলে, তাহলে বুঝতে হবে তারও বোধকরি কোনো backgroud আছে। 'গান্ধার'-কে সেই সময়ের সমৃদ্ধ রাজ্য বলা হোত না কেন, ভূগোলগত অবস্থানই বলছে, আজও আফগানিস্তানের সন্ত্রস্ত রাজনীতি ও ধর্মীয় মৌলবাদী হিংসার পিছনে তার রুক্ষ ভূমিরূপ অনেকটাই দায়ী। জলহীন, চাষহীন, দরিদ্রতম মানুষের মধ্যেই মানসিক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে এই ধর্মীয় উগ্রপন্থা। তাহলে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে, মহভারতের আমলে, রাজা সুবলের গান্ধার রাজ্যর আর খুব বেশী কী সমৃদ্ধি আশা করা যায়? সেখানেও পাণ্ডুর জন্য যাদবকন্যা কুন্তী ও মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীকে নিয়ে আসা হয়েছে, এমনকী বিচিত্রবীর্যের জন্য যেখানে কাশী থেকে রাজকন্যা তুলে এনেছিলেন ভীষ্ম, সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের জন্য হঠাৎ এমন প্রায় বহির্ভারত থেকে পাত্রী খোঁজার দরকার কী পড়ল কুরুবৃদ্ধদের? পাণ্ডুর পাণ্ডুরোগ বলতে আসলে তাঁর সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাহীনতাকেই পরোক্ষভাবে বোঝানো হয়েছে, যেটা কোনো বাহ্যিক বিকলাঙ্গতা নয়। তাই তাঁর পাত্রীরা সহজেই পড়শী রাজ্য থেকে হস্তিনাপুরে এসেছেন, কিন্তু যেহেতু ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বটা একেবারেই প্রকট, তাই অন্ধের হাতে মেয়ে সঁপতে রাজি হবে - এমন একজন আপাতভাবে দুর্বল রাজার প্রয়োজন ছিল কুরুবৃদ্ধদের। সেখান থেকেই সম্ভবত পর্বতসঙ্কুল গান্ধার রাজ্য থেকে পাত্রী আনয়নের প্রয়োজন হল। দ্বিতীয়ত, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারে গিয়ে বিয়ে করে আসেননি, গান্ধারী ও শকুনির তত্ত্বাবধানে হস্তিনাপুরে এলে, সেখানেই বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছিল। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। দুর্বল রাজ্য বলে গান্ধারপুত্র শকুনির মনে সবসময়ই একটা inferiority কাজ করতই; সেইসঙ্গে জেনেশুনে অন্ধ স্বামীর হাতে নিজের একমাত্র বোনকে তুলে দিতে দিতেই তিনি সম্ভবত একদিকে গান্ধারীর প্রতি sympathic এবং অন্যদিকে কুরুবংশের প্রতি কোপনস্বভাব হয়ে পড়েছিলেন। দুর্যোধনকে পেয়ে শকুনির সেই গান্ধারীর প্রতি sympathy টাই ভাগ্নার উপর transfored হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে কুরুদের উপর অপমানের প্রতিশোধ তোলার খুঁটিটাও দুর্যোধনকে পেয়ে শক্ত হল শকুনির।

কিন্তু মুশকিল হল, শকুনিতো হাতে-পায়ের বীর যোদ্ধা নন, তাঁর জিলিপির প্যাঁচ চলে মাথায়। মহাকাব্য বা পুরাণে এমন প্যাঁচালো মনের মানুষ চিত্রিত করতে বেশীরভাগ সময়ই নারীদের বেছে নেওয়া হয়েছে। রামায়ণের কুব্জ মন্থরা দাসীই যেন মহাভারতের পুরুষ শকুনির সঙ্গে একমাত্র এক পংক্তিতে বসার যোগ্য। নেহাত মন্থরা নারী এবং সেই সঙ্গে দাসী বলেই সম্ভবত তার কুচুটেপনার মহিমাটা রামায়ণের আখ্যানকার ক্রমশ কৈকেয়ীর দিকে সরিয়ে এনেছেন। সেই তুলনায় শকুনি একে তো পুরুষ, দ্বিতীয়ত, রাজরক্তবাহী হওয়ায় তাঁর কুচুটেপনা গুলো সহজেই 'কুটনীতি'র যোগ্যতা পেয়েছে।

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook -এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন ঃ ৮৯৮১৭৫২১০০

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.